



112090 - লেনদেনের চুক্তিসমূহে জরমিনার শর্ত করা কখন সঠিক; আর কখন অসঠিক?

প্রশ্ন

আমার একটি আমদানি ও রপ্তানাকারক কোম্পানি আছে। আমি বিদেশে থেকে পণ্য আমদানি করে দেশের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করি। জরমিনা চুক্তি হুকুম কী? যে চুক্তি মাধ্যমে কর্তো পণ্যের মূল্য পরিশোধে বলিম্ব করলে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা হয় এবং কতটুকু ক্ষতির কাঙ্ক্ষিত লাভের ক্ষতিপূরণও? যদি আমার সাথে এমন জরমিনার চুক্তি সম্পন্ন হয় সেক্ষেত্রে আমার জন্যে কিক্রতোদের উপর এই শর্তারোপ করা বৈধ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

লেনদেনের চুক্তিগুলোতে জরমিনার শর্ত করা বৈধ; তবে এমন লেনদেনগুলোতে নয় যগুলোর মূল আর্থিক দায় বাকীতে (নগদে নয়)। এ কারণে কটে যদি (বাকীতে) কিস্তিতে কোনও পণ্য খরদি করে, সে যদি কিস্তি পরিশোধে দরৌ করে তাহলে তার উপর মূল্যের অতিরিক্ত কতটুকু পরিশোধের শর্ত করা জায়যে নাই। কারণ এই বৃদ্ধিটি হবে ঋণের উপর বৃদ্ধি, যা স্পষ্ট সুদ। পক্ষান্তরে, যে লেনদেনগুলো ‘বাকী’-তে নয় সগুলোর ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটতি ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে জরমিনার শর্ত করা জায়যে আছে। জরমিনার শর্তের প্রসঙ্গে ইসলামী ফকিহ একাডেমির সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে:

“এক: আইনের ভাষায় ‘জরমিনার শর্ত’ হলো: লেনদেনকারী পক্ষদ্বয়ের কোনও এক পক্ষ তার করণীয় বাস্তবায়ন না করলে কথি বা বাস্তবায়নে বলিম্ব করলে এর ফলে অপর পক্ষে যে ক্ষতি হবে সটোর বনিমিয়ারে ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হওয়া।

দুই: কাউন্সিল ‘বাইয়ে সালাম’ (সালাম ক্রয়-বিক্রয়) সংক্রান্ত পূর্ববর্তী ৮৫ (৯/২) নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখিত ‘জরমিনার শর্ত’(penalty clause)-এর ব্যাপারে আগের সিদ্ধান্তসমূহ পুনর্ব্যক্ত করছে। যার মূল পাঠ হলো: “মুসলাম ফহি বা পণ্য হস্তান্তরে বলিম্বের কারণে ‘সালাম’ চুক্তিতে কোনও জরমিনার শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারণ এটি একটি ঋণ। আর ঋণ পরিশোধে বলিম্বের কারণে অতিরিক্ত অর্থ শর্ত করা শরিয়তে বৈধ নয়।

এবং ‘ইস্তিসিনা’ (পণ্য তৈরির অর্ডার) চুক্তি সংক্রান্ত তার ৬৫ (৩/৭) নম্বর সিদ্ধান্তটি পুনর্ব্যক্ত করছে। যার মূল পাঠ হলো: “চুক্তিবিধ পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ‘ইস্তিসিনা’ চুক্তিতে জরমিনার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ, যদি না সেখানে কোনও অনবির্ষ পরিস্থিতি বা নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত বাধা বিদ্যমান থাকে।



এবং ‘বাই বতি-তাকসতি’ (কসিত্তিতে ক্রয়-বক্রয়) সংক্রান্ত মজলসিরে ৫১ (৬/২) নম্বর সদ্দিধান্তটি পুনর্ব্যক্ত করছে। যার মূল পাঠ হলো: “যদি ক্রতো (ঋণগ্রহীতা) নরিধারতি সময়ে পর কসিত্তি পরশিোধে বলিম্ব করে, তবে পূর্বশর্ত অনুযায়ী হোক কথিবা কোনো শর্ত ছাড়া হোক প্রাপ্য ঋণেরে ওপর অতিরিক্ত কোনো কিছু (জরমিনা) প্রদানে তাকে বাধ্য করা বধৈ নয়। কারণ তা নশ্চিতিভাবহৈ হারাম ‘সুদ’।

তনি: জরমিনার শর্ত মূল চুক্তির সমসাময়িকি হওয়া বধৈ। অনুরূপভাবে পরবর্তী একটি চুক্তির মাধ্যমে কনিতু কষতি সংঘটনের আগে হওয়াও বধৈ।

চার: সব ধরনের লেনদেনের চুক্তিতে জরমিনার শর্ত করা বধৈ; তবে এমন লেনদেনগুলো ছাড়া যগুলোর আর্থিক দায় বাকীতে (নগদে নয়)। কারণ এটা সুস্পষ্ট সুদ।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, ঠিকাদারি চুক্তিতে ঠিকাদারের জন্য এমন শর্ত করা জায়যে। আমদানি চুক্তিতে আমদানিকারকের জন্য এমন শর্ত করা জায়যে এবং ‘ইস্তসিনা’ (পণ্য তরৈরি অর্ডার) চুক্তিতে প্রস্তুতকারক বা বক্রতোর জন্য এমন শর্ত করা জায়যে; যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে কথিবা বাস্তবায়নে বলিম্ব করে।

আর যা জায়যে নয় তা হলো: উদাহরণস্বরূপ কসিত্তিতে বক্রয়ের কষতেরে দনোদার ব্যক্তি অবশিষ্ট কসিত্তি পরশিোধে বলিম্ব করার কারণে এ ধরনের জরমিনার শর্ত করা। বলিম্বের কারণ হোক সটো আর্থিক সংকট কথিবা পরশিোধে গড়মিসরি। অনুরূপভাবে ‘ইস্তসিনা’ (পণ্য তরৈরি অর্ডার) চুক্তিতে অর্ডারকারী বা ক্রতোর জন্য এমন শর্ত করা জায়যে নহৈ, যদি ক্রতো তার উপর যা আবশ্যিক সটো পরশিোধে বলিম্ব করে।

পাঁচ: যো কষতির কষতপূরণ দয়ো বধৈ সো কষতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো: আর্থিক প্রকৃত কষতি, কষতগ্রিস্ত ব্যক্তির প্রকৃত যো কষতি হয়ছে এবং যো সুশ্চিতি লাভ তার হাতছাড়া হয়ছে। আর অবস্তুগত কষতি বা শাস্তিমূলক কষতি এর অন্তর্ভুক্ত হবো না।

ছয়: জরমিনার শর্ত বাস্তবায়ন করা যাবো না যদি প্রমাণিত হয় যো, যার বরিদ্ধে এই শর্ত করা হয়ছে চুক্তি তার অনচ্ছায় কোনো কারণে লঙ্ঘিত হয়ছে কথিবা প্রমাণিত হয় যো, এই চুক্তি লঙ্ঘনের ফলে যার পক্ষে শর্ত করা হয়েছিল তার কোনো কষতি হয়নি।

সাত: উভয়পক্ষে যো কোনো এক পক্ষে দাবি প্রকেষতি আদালত কষতপূরণেরে পরিমাণ বদলে দিতে পারে, যদি এর যটোক্তিকি কোনো কারণ পাওয়া যায় কথিবা কষতপূরণেরে পরিমাণ মাত্রাতরিক্ত হয়ে থাকে। [ইসলামী ফকিহ একাডেমির সদ্দিধান্তসমূহ থেকে সমাপ্ত (পৃ. ৩৭১), কাতারেরে ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয়েরে ছাপা]

অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছে সৌদি আরবেরে উচ্চ উলামা পরিষদ। কারণ আল-বুহুসুল ইসলামিয়্যার ম্যাগাজিনে (২/১৪৩) জরমিনার



শরত সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলো পর্যালোচনা করার পর উল্লেখ করা হয়েছে:

এই পরিসদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো: আর্থিক লেনদেনের চুক্তিতে জরমিনার যে শরত করা হয়, সেটা ধরতব্য ও সঠিক এবং এটা মনে চলা ওয়াজবি; যদি না এমন কোনো ওজর থাকে যেটার কারণে শরীয়ত কর্তৃক আবশ্যককৃত শরত না মানার সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে ওজর দূর না হওয়া পর্যন্ত আবশ্যকতা মওকুফ থাকবে। আর যদি প্রচলিত প্রথার বিবেচনায় জরমিনার পরিমাণ এত বেশি হয় যে, সেটি দ্বারা আর্থিক হুমকি দিয়েই উদ্দেশ্য এবং শরীয় মূলনীতি যমেনটা দাবি করে তার চেয়ে দূরবর্তী হয়; তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া লাভ ও ঘটতি ক্ষতি বিবেচনা করে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে। এ নিয়ে মতভেদে হলে বজিঞ ও অভজিঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্ধারণ করানোর জন্য শরীয় বিচারককে শরণাপন্ন হতে হবে। এটি আল্লাহ তাআলার নমিনোকৃত বাণীর বাস্তবায়নে: “তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।” এবং তাঁর বাণী: “কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জন করে প্ররোচনা না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী।” আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “ক্ষতি করা নই, ক্ষতির বিপরীতেও ক্ষতি করা নই।” আল্লাহই তৌফিক দান করেন। দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও সাহাবীদের উপর। [সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, আপনাদের উপর ক্রতো জরমিনার শরত দিতে পারবে, যদি আপনারা চুক্তি মোতাবেক নির্ধারণিত সময়ের ভেতর পণ্য হস্তান্তরে বলিম্ব করেন। তবে পণ্যের মূল্য পরিশোধে সে বলিম্ব করলে আপনারা এমন শর্তারোপ করতে পারবেন না। যে কোম্পানি আপনাদের কাছে রপ্তানি করে তাদের উপরও আপনারা জরমিনার শর্তারোপ করতে পারবেন, যদি আপনাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তির ব্যতিক্রম কিছু ঘটে যায়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।